মানব সম্পদ উন্নয়ন

ইউনিট ১২

ভূমিকা

১৬ই জুন, ১৯৯৭ সালে UNDP কর্তৃক প্রণীত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন আয়ুষ্কাল, শিক্ষা ও মৌলিক ক্রয় ক্রমতার সম্মিলিত পরিমাপের দ্বারা ১৭৫টি দেশের মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index, HDI) তৈরী করা হয়। সেখানে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৪৪ নম্বরের যেটা উন্নয়নের নিম্নশ্রেণীভুক্ত। ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল একধাপ উপরে ১৪৩ নম্বরে। প্রতিবেশী ভারতের অবস্থান ১৩৮ নম্বর আর পাকিস্তান ১৩৯।

এই অধ্যায়ে আপনারা যে সকল পাঠ গ্রহণ করবেন তা হলো

পাঠ ১ : মানব সম্পদ উন্নয়ন : ধারণা ও ক্রমবিকাশ ;
পাঠ ২ : জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান ;
পাঠ ৩ : পরিবার ও পরিকল্পনা ;
পাঠ ৪ : বেকারত্ব – জনসংখ্যা ও বেকারত্বের সম্পর্কে ;
পাঠ ৫ : বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি।

পাঠ ১ : মানব সম্পদ উন্নয়ন : ধারণা ও ক্রমবিকাশ

মানব সম্পদ উন্নয়ন একটি প্রক্রিয়াগত বিষয়। এটি আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়ার সমার্থবোধক। মানব সম্পদ উন্নয়নের দু'টি পন্থা আছে। প্রথম : আর্থ-সামাজিক উন্নতি কাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, পুঁজি বিনিয়োগ। দ্বিতীয়ত : নারী স্বাধীনতা, ছোট পরিবার গঠনের ইচ্ছা, চিত্ত বিনোদনের সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি। মানব সম্পদ উন্নয়ন বর্তমান বিশ্বে যে কোন উন্নতির চাবিকাঠি হিসেবে বিবেচিত।

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি –

- জনগণের মাথাপিছু জিএনপি জানতে পারবেন।
- একটি দেশের আর্থসামাজিক ব্যবস্থার সার্বিক ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিক জানতে পারবেন।
- অন্য দেশের সাথে নিজের দেশকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তুলনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

ধারণা : মানবসম্পদ উন্নয়ন প্রত্যয়টি সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যক্তির সম্পৃক্ততা ও সম্যক জীবন যাপনের গুণগত পরিমাণ দ্বারা এটি পরিমাপযোগ্য। মানব সম্পদ উন্নয়নের মান পরিমাপ ও নির্ণয়ের কতকগুলো পদ্ধতি আছে এই পদ্ধতিগুলো সময়ের আবর্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে উদ্ভাসিত হয়েছে।

ক. মাথাপিছু জিএনপি

মাথাপিছু জিএনপি সূচকটি সনাতনী এবং সর্বাধিক দ্রুত ও ব্যবহৃত সূচক। একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) একটি অর্থনীতিতে যেসব চূড়ান্ত দ্রব্য বা সেবা উৎপাদিত হয় সেগুলোর সমষ্টিকে বর্তমান বাজার দরে মূল্যায়িত করে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। মাথাপিছু জিএনপি নিম্নোক্তভাবে বের করা হয় :

$$\text{মাথাপিছু মোট জাতীয় উৎপাদন (আর্থিক)} = \frac{\text{মোট জাতীয় উৎপাদন}}{\text{মোট জনসংখ্যা}}$$

আর্থিক মোট জাতীয় উৎপাদনকে মুদ্রাস্ফীতি সমন্বয় করে প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। অর্থ্যাৎ,

$$\text{প্রকৃত মোট জাতীয় উৎপাদন} = \frac{\text{আর্থিক মোট জাতীয় উৎপাদন}}{\text{মোট জাতীয় উৎপাদন অবপাতক}}$$

১. মোট জাতীয় উৎপাদন

মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সঙ্গে নিস্পদ বৈদেশিক আয় যোগ করলে মোট জাতীয় উৎপাদন পাওয়া যায়। দেশীয় ব্যক্তির বিদেশী আয় প্রাপ্তি থেকে বিদেশী ব্যক্তির দেশজ আয় প্রাপ্তি বাদ দিলে যা থাকে তাকে নিস্পদ বৈদেশিক আয় বলে। মোট জাতীয় উৎপাদন মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনের মত বাজার মূল্যে অথবা উপকরণ পরিব্যয়ে দেখানো হয়।

২. মোট জনসংখ্যা

কোন নির্দিষ্ট বছরের মধ্যসময়ে (জুন) জন্মসংখ্যা যোগ করে এবং মৃত্যু সংখ্যা বিয়োগ করে একটি দেশের জনসংখ্যা সমষ্টিকে বুঝায়।

৩. মোট জাতীয় উৎপাদন অবপাতক

মূল্যস্তর মাপার এক ধরণের পরিমাপক। বর্তমান মূল্যে প্রদত্ত মোট জাতীয় উৎপাদনকে স্থির মূল্যে প্রদত্ত মোট জাতীয় উৎপাদন দিয়ে ভাগ করলে এই অবপাতক পাওয়া যায়।

ক্রমবিকাশ

প্রথমদিকে কোন দেশের মাথাপিছু জিএনপি নিরূপণের মাধ্যমে ঐ দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন নির্ধারণ হতো। কিন্তু এভাবে নির্ণয় পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কে নতুন করে ভাবনা শুরু হয়। এবং তখন থেকেই মানব সম্পদক উন্নয়নের ক্রমবিকাশ শুরু হয়।

Physical Quantity of Life Index :

১৯৭৭ সালে Overseas Development Council এর উদ্যোগে অর্থনীতিবিদ মরিস ডেভিট এই যৌগিক সূচকটি উদ্ভাবন করেন।

তিনটি সূচকের সমন্বয়ে PQLI গঠিত হয় :

১. এক বছর বয়সে মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল
২. শিশু মৃত্যুর হার
৩. শিক্ষার হার

মরিস নিম্নলিখিত অনুমানের ভিত্তিতে উপরোক্ত সূচক তিনটি নির্বাচন করেছেন :

১. প্রায় সকল অবস্থায় মানুষ দীর্ঘ জীবনযাপন করতে চায়।
২. মানুষ কখনো তার শিশুদের মৃত্যু চায় না।
৩. শিক্ষার হার কার্যকর সামাজিক অংশগ্রহণের জন্য মানুষের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

PQLI মানুষের অধিকাংশ মৌলিক চাহিদা পূরণের ফলাফল পরিমাপ করে।

Human Development Index (HDI) :

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচী (UNDP) এর পক্ষে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস প্রকাশিত মানব উন্নয়ন রিপোর্ট ১৯৯০-এ মানব উন্নয়নের একটি নতুন মাপকাঠির উল্লেখ করা হয়েছে পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ ডঃ মাহবুবুল হকের নির্দেশনায় উন্নয়ন অর্থনীতিবিদদের একটি দল এটি উদ্ভাবন করেন। প্রবৃদ্ধি ও মৌলিক চাহিদা সমন্বিত ও মাপকাঠির নামই হলো HDI। মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রভাব নির্ণয়ের লক্ষ্যে HDI উদ্ভাবিদ হয়েছে। সরকারের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতির সাফল্য ব্যর্থতা এর সাহায্যে পরিমাপ করার প্রয়াস নেয়া যেতে পারে। HDI নির্ধারণে দেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল স্বাক্ষরতা ও ক্রয় ক্ষমতাকে একসঙ্গে মিলিয়ে নেয়া হয়েছে। এই হিসেবে বাংলাদেশে আয়ুষ্কালের ন্যূনতম মান ৪২ বছর, স্বাক্ষরতা হারের ন্যূনতম মান ১২ শতাংশ এবং ক্রয় ক্ষমতা ২২০ ডলার।

উপরোক্ত সূচকগুলো বিবেচনা করে জীবনমান প্রত্যয়টিকে নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা যায় :

দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থান

অর্থনৈতিক	সাংস্কৃতিক	রাজনৈতিক-সামাজিক
১. ক্রয়গত অবস্থান	১. চিত্তবিনোদন	১. রাজনৈতিক অধিকার
২. কর্মে নিয়োগ	২. নৈতিক অবস্থান	২. আইনগত অধিকার
৩. সঞ্চয়ের পরিমাণ	৩. চেতনগত মান	৩. স্বাস্থ্যগত অবস্থান
৪. বিনিয়োগ ক্ষমতা	৪. শিল্পবোধ	৪. খাদ্য পুষ্টির মান
৫. ভোগ্যপণ্য ও সেবা ব্যবহারের সুযোগ		৫. শিক্ষার মান
৬. সম্পদের মালিকানা		৬. বাসস্থানের মান

অনুশীলনী

১. মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে কিভাবে আপনি বাংলাদেশকে মূল্যায়ন করবেন –
   ক. উন্নত খ. উন্নয়নশীল
   গ. অনুন্নত ঘ. উপরের কোনটিই নয়

সারাংশ

মূলতঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন হলো এমন একটি আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চ যা ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বা অবস্থান নির্ধারণ করে। এটি মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল, শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সংশ্লিষ্ট। এটি এমন একটি উন্নততর অবস্থানের নাম যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ এবং যথাযথ কর্মশক্তি নিয়োগের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেবাগুলো যেমন – ন্যূনতম আহার, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি মৌলিক চাহিদা পূরণ করে মানসম্মত জীবন নিশ্চিত করে। যা অভাব মোচন ও প্রত্যাশিত জীবন নিয়ন্ত্রণকে বুঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নে সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. মোট জাতীয় উৎপাদন হলো –
   ক. কোন দেশের নির্দিষ্ট সময়ের মোট উৎপাদিত মূল্য ;
   খ. কোন দেশের সব সময়ের মোট উৎপাদিত মূল্য ;
   গ. কোন দেশের নির্দিষ্ট সময়ের নীট উৎপাদিত মূল্য ;
   ঘ. কোন দেশের সব সময়ের নীট ও মোট উৎপাদিত মূল্য।

২. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয় মাথাপিছু কত –
   ক. ১৮০ ডলার খ. ২২০ ডলার
   গ. ২৬০ ডলার ঘ. ৩০০ ডলার

৩. মোট জনসংখ্যা বলতে আপনি কি বুঝেন –
   ক. কোন দেশের বর্তমান জনসংখ্যার সমষ্টি
   খ. কোন দেশে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জনসংখ্যার সমষ্টি
   গ. কোন দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে অবস্থানরত জনসংখ্যার সমষ্টি
   ঘ. কোন দেশের একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জন্মসংখ্যা যোগ এবং মৃত্যুসংখ্যা বিয়োগ করে জনসংখ্যার সমষ্টি।

৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যার গড় আয়ুষ্কাল কত –
   ক. ৫৪ বছর ; খ. ৪৫ বছর ;
   গ. ৪২ বছর ; ঘ. ৫৬ বছর।

৫. বিশ্বের মানব সম্পদ উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান কত –
   ক. ১৪৩ নম্বরে ; খ. ১৩৯ নম্বরে ;
   গ. ১৩৬ নম্বরে ; ঘ. ১৪৪ নম্বরে।

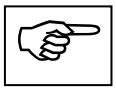

পাঠ ২ : জনসংখ্যা ও জীবনযাত্রার মান

ভূমিকা

একটি দেশের জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে যখন কিছু বলা হবে তখন তা এভাবে বুঝানো হবে যে, এটি হলো একটি দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুণগত উৎকর্ষের মাধ্যমে ব্যক্তির যথাযথ চিন্তা চর্চা, কর্ম নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যবোধের উন্নয়ন।

জনসংখ্যার জীবনযাত্রার মান প্রত্যয়টি একটি আপেক্ষিক, চলমান ও সমাজ কাঠামো নির্ভর। এটি একদিকে যেমন একটি দেশের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দক্ষ জনগোষ্ঠীকে নির্ধারণ করে তেমনি অন্যদিকে ঐ জনগোষ্ঠী জীবনমানের সর্বাধিক মৌলিক চাহিদা পূরণ করে এটিকে উন্নত ও গতিশীল পর্যায়ে স্থির রাখে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি শেষে আপনি –

- একটি দেশের জনসংখ্যার পরিমাণ জানতে পারবেন ;
- একটি দেশের জনসংখ্যা ঐ দেশের জন্য ইতিবাচক নাকি নেতিবাচক ভূমিকা রাখছে, তা জানতে পারবেন ;
- নিজের দেশের জীবনযাত্রার মানের সাথে অন্য দেশের জীবনযাত্রার মানের তুলনা করতে পারবেন ;
- দেশের জনসংখ্যার সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করে এর সমাধানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা সহজ হবে।

বিষয়বস্তু

জনসংখ্যা : যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সার্বিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি একদিকে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে তেমনি অন্যদিকে অর্থণৈতিক উন্নয়নের পথে গুরুতর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হলে জনশক্তির গুরুত্ব অপরিসীম। পক্ষান্তরে, আপনারা দেখবেন, কোন দেশের জনসংখ্যা যদি সম্পদের তুলনায় অধিক হয় তা হলে তা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়।

একটি দেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পেতে চাইলে আপনাকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

১. জনসংখ্যার গুরুত্ব
২. জনসংখ্যার পরিস্থিতি
৩. কোন দেশের জন্য অধিক জনসংখ্যা কি সমস্যা স্বরূপ? নাকি সামঞ্জস্যপূর্ণ?
৪. বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যার প্রভাব, এবং সর্বশেষে
৫. জনসংখ্যার সমস্যার সমাধানের উপায় বের করা।

জনসংখ্যার গুরুত্ব

যে কোন রাষ্ট্রের জন্য তার জনসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসংখ্যা হলো উৎপাদনের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে, তা নির্ভর করে কর্মক্ষম উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনশীলতা নির্ভর করবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং দক্ষতার উপর। সুতরাং, উৎপাদন বৃদ্ধির অবর্তমানে কোন কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা জনগণের জীবন মান উন্নয়ন ব্যাহত করে দেশে দারিদ্র ডেকে আনে। সুতরাং, অধিক জনসংখ্যা ও স্বল্প জনসংখ্যা বিপরীতমুখী দুটি অবস্থা। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশ, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশ অধিক জনসংখ্যা সমস্যায় আক্রান্ত পক্ষান্তরে জার্মানী, সিঙ্গাপুর মধ্যপাচ্যের দেশগুলো জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছে।

জনসংখ্যার পরিস্থিতি

জনসংখ্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করলেই শুধু চলবে না, বরং বর্তমান সময়ে জনসংখ্যার পরিস্থিতি কোন পর্যায়ে আছে অর্থাৎ সমস্যাপূর্ণ? নাকি সামঞ্জস্যপূর্ণ তা নিরূপণ করতে হবে। এক্ষেত্রে অপরাপর উন্নত ও অনুন্নত দেশগুলোর সাথে নিজের দেশের তুলনা করতে হবে। যেমন, বাংলাদেশের মতো স্বল্প পরিসরে এতো অধিক সংখ্যক জনসংখ্যা বর্তমানে সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে সিঙ্গাপুরের মতো উন্নত দেশটিতে স্বল্প জনসংখ্যাই তাদের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে তারা পর্যাপ্ত শ্রমশক্তির অভাব বোধ করছে। অপরদিকে, আপনারা লক্ষ করলে দেখবেন, যেখানে আমাদের দেশে ৫০%-এর বেশী লোক চরম দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছে, সেখানে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রের মতো উন্নত দেশগুলো ৮০% এর বেশী লোক উন্নত জীবন যাপন করছে।

বিভিন্ন আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে জনসংখ্যার প্রভাব

কমবেশী প্রায় সব দেশেই জনসংখ্যার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হলো যেমন –

খাদ্য ঘাটতি : কোন দেশের অধিক জনসংখ্যা সে দেশের খাদ্য ঘাটতি ঘটায়।

দারিদ্র : মাথাপিছু আয় কম, সঞ্চয় কম, বিনিয়োগ কম, উৎপাদন কম এবং সবকিছুর ফলশ্রুতিতে সৃষ্টি হয় দরিদ্রতার। কিন্তু যদি কোন দেশের সম্পদ এবং জনসংখ্যাকে সঠিক সামঞ্জস্যতার মধ্যে এনে কাজে লাগানো যায়, তবে অবশ্যই ঐ দেশে দারিদ্র থাকবে না।

শিক্ষা : অনুন্নত দেশগুলোতে অধিক জনসংখ্যা। শিক্ষা হতে বঞ্চিত হয় বলে তা অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায় অপরদিকে উন্নত দেশগুলোতে জনগণ পর্যাপ্ত শিক্ষার সুযোগ পায় বলে তা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়।

কর্মসংস্থান : অনুন্নত অর্থনীতির দেশেই কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা দেখা যায়, ফলে উদ্ভব হয় বেকারত্বের।

চিকিৎসা : অনুন্নত দেশগুলো তাদের বিশাল জনসংখ্যার জন্য চিকিৎসার পর্যাপ্ত সুযোগ সৃষ্টিতে সবসময় সক্ষম হয় না ফলে এসব দেশে জনগণ সর্বদায় স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে।

আবাসন ব্যবস্থা : বর্তমানে বিশ্বের উন্নত, অনুন্নত সকল দেশেই আবাসন সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিচ্ছে। বর্তমানে জাপানে জমির দাম সবচেয়ে বেশী। এই আবাসন সমস্যা নিরূপণের লক্ষ্যেই জাপান সরকার রাজধানী টোকিও থেকে সরিয়ে ওসাকা নগরীতে স্থানান্তরের চিন্তা-ভাবনা করছে।

সামাজিক রীতিনীতি : উন্নত এবং অনুন্নত উভয় প্রকার দেশেই অধিক জনসংখ্যা সামাজিক রীতিনীতিকে ভঙ্গ করে এবং দেখা দেয় কিশোর অপরাধ, নারী অপরাধের মতো বিভিন্ন রকম সামাজিক অপরাধ।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা :

কোন দেশের জন্য যদি সেই দেশের জনসংখ্যা সমস্যারূপে দেখা দেয় তাহলে নিম্নের উপায়গুলো বাস্তবায়ন করতে পারে।

- জনসংখ্যার পুনর্বন্টন করতে হবে।
- আন্তর্জাতিক স্থানান্তর ঘটাতে হবে।
- আয়ের পুনর্বন্টন করতে হবে।
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে।
- শিক্ষার সর্বো□চ *বিস্তার* ঘটাতে হবে।
- সুষ্ঠু পরিবার পরিকল্পনা করতে হবে।

জীবনযাত্রার মান :

যদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা যায় তবে অবশ্যই জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ঘটানো যাবে। তবে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য ঐ দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সর্বো□চ উন্নত হতে হবে।

অনুশীলনী :

১. জনসংখ্যার জীবনমানের জন্য আপনার কাছে কোন্ কোন্ বিষয় অগ্রাধিকার পাবে :
   ক. শিক্ষা
   খ. অন্ন
   গ. কর্মসংস্থান
   ঘ. চিকিৎসা

সারাংশ

বাংলাদেশের এই পশ্চাৎপদ ও অবাঞ্ছিত আর্থ-সামাজিক অবস্থা অপমোদন জাতি হিসেবে বিশ্বের সম্মুখে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। আমাদের আর্থসামাজিক অবস্থা অত্যন্ত নিম্নগামী এবং সভ্য মানুষ হিসেবে জীবন যাপনে অন্তরায়। এই কারণে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন সকল কর্মসূচীর মূল প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা যায়। কেননা এই কর্মপ্রয়াস অন্য সকল প্রয়াসের সাথে সম্পৃক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. একটি দেশের জনসংখ্যা সমস্যা হিসেবে আপনি কোন্টিকে বেশী গরুত্ব দিবেন –
   ক. খাদ্য ঘাটতি খ. দারিদ্র
   গ. শিক্ষা ঘ. চিকিৎসা

২. বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল আবাসস্থল কোন্ দেশে –
   ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা
   গ. জাপান ঘ. সিঙ্গাপুর

৩. বিশ্বের কোন্ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান সবচেয়ে উন্নত –
   ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. জাপান
   গ. কানাডা ঘ. সুইজারল্যান্ড

৪. স্বল্প আয় জনগণের কোন্ বিষয়ের উপর সরাসরি প্রভাব ফেলে –
   ক. স্বল্প সঞ্চয় খ. স্বল্প বিনিয়োগ
   গ. স্বল্প উৎপাদন ঘ. স্বল্প কর্মসংস্থান

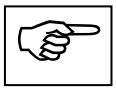

পাঠ ৩ : পরিবার পরিকল্পনা

ভূমিকা :

পরিবার পরিকল্পনা একটি জীবন ধারা একটি দর্শন এবং উদ্দেশ্য অর্জনের একটি উপায় বিশেষ। সাধারণ অর্থে পরিবার পরিকল্পনা বলতে আমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ বুঝে থাকি। একটি পরিবারের সঠিক কল্যাণ ও উন্নতির লক্ষ্যে একটি দম্পতি ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা সচেতনভাবে চিন্তাভাবনা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাকেই পরিবার পরিকল্পনা বলে।

উদ্দেশ্য

এ পাঠটি পড়ে আপনি –

- পরিবারের সঠিক মঙ্গল ও কল্যাণ সাধণ করা সম্ভব তা জানতে পারবেন।
- তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে অধিক জনসংখ্যা থেকে সৃষ্ট সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন তা জানতে পারবেন।
- দেশ এবং পরিবারের জীবনমানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা লিখতে পারবেন।
- নারীর সার্বিক উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব তা বুঝতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

পরিবার পরিকল্পনার কয়েকটি বিষয় আছে যা অবশ্যই পর্যালোচনার যোগ্য :

- পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব
- পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ
- পরিবার পরিকল্পনা সফল করার উপায়

পরিবার পরিকল্পনার গুরুত্ব

বাংলাদেশের জনসাধারণের স্বল্প মাথাপিছু আয়, নিম্ন জীবনযাত্রার মান, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র, ব্যাপক বেকারত্ব, খাদ্য ঘাটতি প্রভৃতি সমস্যার মূলে আছে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। এই সমস্যার সমাধানের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অপরিহার্য।

১. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ
২. খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণ
৩. বেকার সমস্যার সমাধান
৪. জমির উপর জনসংখ্যার চাপ হ্রাস
৫. জনসংখ্যার ঘনত্ব হ্রাস
৬. মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধি
৭. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

পরিবার পরিকল্পনার প্রতিবন্ধকতাসমূহ

পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পথে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো প্রায়ই বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১. শিক্ষার অভাব
২. নারী শিক্ষার অভাব
৩. ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি

৪. সামাজিক পরিবেশ
৫. দারিদ্র
৬. জীবনযাত্রার নিম্নমান
৭. জনগণের অনীহা
৮. জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে অজ্ঞতা
৯. ঔষধপত্র ও সরঞ্জামের অভাব

পরিবার পরিকল্পনা সফল করার উপায়

পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী সফল করে তুলতে হলে নিম্নের উপায়গুলো অবলম্বন করা উচিত :

১. শিক্ষার বিস্তার
২. নারী শিক্ষার প্রসার
৩. ধর্মীয় ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
৪. বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথা রোধ
৫. চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা
৬. জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি শিক্ষাদান
৭. ব্যাপক প্রচার
৮. পুরস্কারের ব্যবস্থা।

পরিবার পরিকল্পনায় বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত কিছু পদক্ষেপ

জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে বাংলাদেশ সরকার পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। বাংলাদেশ সরকারের জনসংখ্যা নীতির প্রধান লক্ষ্যগুলো হলো :

১. আগামী ২০০০ সাল নাগাদ দেশের মোট জনসংখ্যা ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ সীমাবদ্ধ রাখা হবে।
২. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আগামী ১৯৯০ সাল নাগাদ ২.৪ শতাংশ থেকে ১.৮ শতাংশে নামিয়ে আনা হবে।
৩. ১৯৯০ সাল নাগাদ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর হার ২৫ শতাংশ থেকে ৪০ শতাংশে উন্নীত করা হবে।
৪. ১৯৯০ সাল নাগাদ নিয়ামত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৪১ লক্ষ থেকে ৮২ লক্ষ্যে উন্নীত করা হবে।
৫. ১৯৯০ সাল নাগাদ প্রজনন হার ৬৪ থেকে কমিয়ে ৪.১ এ আনা হবে।
৬. ১৯৯০ সাল নাগাদ শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ১২৫ থেকে কমিয়ে ১০০তে আনা হবে।

অনুশীলনী

১. কোন্ পদক্ষেপ আপনার কাছে পরিবার পরিকল্পনা প্রণয়নে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী মনে হয় –
ক. ব্যাপক প্রচার
খ. নারী শিক্ষার প্রসার
গ. শিক্ষার বিস্তার
ঘ. পুরস্কারের ব্যবস্থা

সারাংশ

প্রত্যেক পরিবারের আর্থিক সঙ্গতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেখে পরিবারের সদস্য কি হওয়া উচিত তা পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা উচিত। বস্তুতঃ সন্তানের জন্মদান ঘটনাক্রমে না হয়ে পছন্দমত (Children by choice and not by chance) হওয়াই পরিবার পরিকল্পনার মূল কথা। প্রজনন হার অধিক হলে দেশের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে এবং তা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে বাধাগ্রস্ত করবে। সুতরাং, একটি ছোট ও সুখী পরিবার গড়ে তোলার লক্ষ্যেই পরিবার পরিকল্পনার (Family Planning) প্রধান উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. পরিবার পরিকল্পনার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় দিক কোন্‌টি –
   ক. অধিক সংখ্যা বৃদ্ধি রোধ
   খ. খাদ্য ঘাটতি দূরীকরণ
   গ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
   ঘ. বেকার সমস্যার সমাধান

২. সঠিক পরিকল্পনার ব্যবস্থা না নেয়া হলে ২০০০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত হওয়ার সম্ভাবনা আছে –
   ক. ১২ কোটি ৮৪ লক্ষ খ. ১৬ কোটি
   গ. প্রায় ১৩ কোটি ঘ. ১.১৬ কোটি

৩. পরিবার পরিকল্পনা কোন্‌ বিষয়টির সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত –
   ক. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন খ. পুষ্টি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার মান
   গ. জনসংখ্যার আকার ঘ. বাসস্থানের মান।

পাঠ ৪ : বেকারত্ব-জনসংখ্যা ও বেকারত্বের সম্পর্ক

ভূমিকা

অর্থনীতিবিদদের মতে বেকারত্ব বলতে এমন একটি অবস্থাকে বুঝায় যাতে কর্মক্ষম শ্রমিকগণ প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাদের যোগ্যতানুযায়ী কাজ পায় না। আবার কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা শারীরিক ও মানসিক অক্ষমতার কারণে কাজ করতে সক্ষম হয়না ; এধরণের বেকারত্বকে প্রকৃত বেকারত্ব বলা হয় না। এমতাবস্থায় প্রকৃত বেকার বলতে ঐসব শ্রমিককে বুঝায় যারা কাজ করতে সক্ষম এবং প্রচলিত মজুরীতে কাজ করতে ইচ্ছুক অথচ যোগ্যতানুযায়ী কাজ পায় না। বাংলাদেশে যে হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি না হওয়ায় বেকার সমস্যা ক্রমশ তীব্রতর হচ্ছে।

উদ্দেশ্য

- এর মাধ্যমে দেশের কর্মসংস্থানের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠে।
- জনসংখ্যা ও বেকারত্বের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক তুলনা করতে পারবেন।
- দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

বিষয়বস্তু

বৈশিষ্ট্য : বেকারত্বের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

১. কাজ করার ক্ষমতা ও যোগ্যতা
২. প্রচলিত মজুরীতে কাজ করার ইচ্ছা
৩. কাজের অনুপস্থিতি।

প্রকারভেদ : কারণ ও প্রকৃতি অনুসারে কয়েক ধরণের বেকারত্ব সৃষ্টি হয়।

১. **মৌসুমী বেকারত্ব** – ঋতু পরিবর্তনের ফলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয় তাকে মৌসুমী বেকারত্ব বলে।

২. **প্রযুক্তি বিদ্যাজনিত বেকারত্ব** – উৎপাদনের কলাকৌশল পরিবর্তনের কারণে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

৩. **সংঘাতজনিত বেকারত্ব** – দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেয়ার ফলে যে সাময়িক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়, তাকে সংঘাতজনিত বেকারত্ব বলে।

৪. **প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব** – উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে শ্রমশক্তি প্রত্যাহার করে নিলেও মোট উৎপাদনের কোন পরিবর্তন না হলে এরূপ অতিরিক্ত শ্রমিকদের প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকার বলা হয়।

৫. **বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব** – বাণিজ্যের ওঠানামার ফলে যে বেকারত্বের সৃষ্টি হয়, তাকে বাণিজ্য চক্রজনিত বেকারত্ব বলা হয়।

৬. **আকস্মিক বেকারত্ব** – প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়ে অনেক সময় বেকারত্ব দেখা দিতে পারে।

বাংলাদেশে বেকারত্বের প্রভাব :

বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম আর্থ-সামাজিক সমস্যা হিসেবে এর প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।

১. উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় হ্রাস পাচ্ছে। ফলে সময় এবং উপকরণ উভয়েরই অপচয় ঘটছে।

২. বেকারত্ব দেশের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে দিচ্ছে।

৩. বেকারত্ব কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে হতাশা ও ব্যর্থতার জন্ম দিচ্ছে যা সামাজিক সংঘাত ও কলহ সৃষ্টি করে।

৪. বেকারত্বের অসহনীয় যন্ত্রণা মানুষকে সামাজিক আইন শৃঙ্খলার প্রতি বীতঃশ্রদ্ধ করে তোলে।

৫. বেকারত্বের ফলে কর্মক্ষম ব্যক্তি সমাজে বৈধ উপায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি, যৌতুক প্রথা, চোরাকারবার, দুর্নীতি প্রভৃতি সমস্যা সৃষ্টি করে।

৬. পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষতা ইত্যাদি সমস্যার অন্যতম কারণ হচ্ছে বেকারত্ব।

৭. বেকারত্ব দাম্পত্য কলহ, বিবাব বিচ্ছেদ, আত্মহত্যা প্রভৃতির পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে মারাত্মক প্রভাব বিস্তার করে।

৮. নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর হার বৃদ্ধিতে বেকারত্ব সহায়তা করছে।

সুতরাং বলা যায়, বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম সমস্যাই নয়, অন্যান্য আর্থসামাজিক সমস্যার প্রধান কারণও বটে।

বেকারত্বের কারণসমূহ :

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান আর্থসামাজিক সমস্যা হলো বেকার সমস্যা। দেশে বর্তমানে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বেকার রয়েছে। এই পরিমাণ মোট শ্রমশক্তির ৩৩%। বাংলাদেশের বেকারত্বের কারণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. **কৃষির উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা :** দেশের শতকরা ৮৫ জনই কৃষিজীবি এবং মাত্র ৫/৬ মাস কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে এবং এর ফলে মৌসুমী বেকারত্বের সৃষ্টি হয়।

২. **শিল্পের অনগ্রসরতা :** বাংলাদেশের আশানুরূপভাবে শিল্পের অনগ্রসরতার অভাবে পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়নি।

৩. **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা :** ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতির কারণে যদিও শিক্ষার হার বাড়ছে, কিন্তু শিক্ষার মান হ্রাস পাচ্ছে, ফলে সহজেই তাদেরকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়া যাচ্ছে না।

৪. **কারিগরি জ্ঞানে অভাব :** আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল আনা সত্ত্বেও শুধুমাত্র কারিগরি জ্ঞানের ও প্রশিক্ষণের অভাবের কারণে আজ শ্রমিক ছাটাই হচ্ছে।

৫. **বাণিজ্যচক্রের উত্থান-পতন :** বাণিজ্যচক্রজনিত মন্দার ফলে বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৬. **কৃষিক্ষেত্রে অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ :** বাংলাদেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকার বা ছদ্মবেশী বেকার প্রায়ই পরিলক্ষিত হয়।

৭. **সামাজিক ও ধর্মীয় পরিবেশ :** বাংলাদেশে প্রচলিত পর্দাপ্রথা, যৌথ পরিবার প্রথা, বর্ণ প্রথা প্রভৃতি সামাজিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো বেকারত্বের জন্য দায়ী।

৮. **শ্রমিকদের গতিশীলতার অভাব :** শিক্ষার অভাব, পারিবারিক স্নেহ-মমতা, যাতায়াতের অভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে একস্থান হতে অন্যস্থানে শ্রমিকদের গতিশীলতা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বেকারত্ব দেখা দেয়।

৯. **দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** বাংলাদেশে যে হারে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হারে কর্মসংস্থান তৈরী করা যাচ্ছে না বলে বেকারত্ব সৃষ্টি হচ্ছে।

এসব কারণে বাংলাদেশে ব্যাপক বেকার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করছে।

বেকার সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ :

বাংলাদেশে বিদ্যমান বেকার সমস্যা দূর করতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে –

১. **দ্রুত শিল্পায়ন :** দেশে অধিক সংখ্যক কল-কারখানা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে বেকারত্ব কাটিয়ে ওঠা যায়।

২. **ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের উন্নতি :** আমাদের দেশে মৌসুমী বেকারত্ব দূর করতে হলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতি সাধন করতে হবে।

৩. **শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন :** বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

৫. **নারী শিক্ষা প্রসার :** নারীদের জন্য উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র সৃষ্টি করে তাদেরকে সুশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

৬. **কর্ম বিনিময় কেন্দ্র স্থাপন :** দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মবিনিময় কেন্দ্র স্থাপন করে, বেকারদের তালিকা প্রস্তুত, কাগজে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে এর সমাধান করা যায়।

৭. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ :** জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে হ্রাস করে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে বেকার সমস্যা অনেকাংশে লাঘব করা যায়।

৮. **দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন :** দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত করে বেকার সমস্যার সমাধান করা যাবে।

জনসংখ্যা ও বেকারত্বের সম্পর্ক :

জনসংখ্যার গুণগত উন্নয়নের সাথে বেকারত্বের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

১. দেশের কর্মক্ষম জনসংখ্যার পরিমাণ এবং সামর্থ্যের উপর বেকারত্বের বেশ-কম ঘটে।
২. যোগ্য এবং কর্মী শ্রম শক্তিকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমেই বেকারত্ব থেকে বাঁচানো যায়।
৩. সঠিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং শারীরিক যোগ্য মাত্র কর্মসংস্থানের সদ্ব্যবহার করতে পারে।
৪. উপযুক্ত খাদ্য ও সুচিকিৎসার মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যার বেকারত্বের পরিমাণ হ্রাস করানো যাবে।

অনুশীলনী :

১. বেকার সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আপনার কাছে কোন্ পদক্ষেপটি বেশী কার্যকরী বলে মনে হয় –

ক. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ　　খ. দ্রুত শিল্পায়ন
গ. নারী শিক্ষার প্রসার　　ঘ. কুটির শিল্প স্থাপন

সারাংশ :

কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করে দেশের উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট তথা আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল রেখে অধিকতর জনমুখী ও সার্বজনীন করতে হবে। পাশাপাশি উৎপাদনমুখী তৎপরতার মধ্য দিয়ে জাতীয় উৎপাদন সমৃদ্ধি তথা মানব সম্পদ উন্নয়নে বাস্তব সম্মত দিক নির্দেশনা রূপায়িত হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

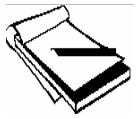

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে (✓) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের বেকার সমস্যার কোন্‌টি বেশী প্রযোজ্য –

ক. শিল্পের অনগ্রসরতা　　খ. কারিগরি জ্ঞানের অভাব
গ. পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব　　ঘ. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি

২. কোন্ পদক্ষেপটি বেকারত্ব দূর করার জন্য বেশী প্রযোজ্য হবে –

ক. দ্রুত শিল্পায়ন　　খ. দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ
গ. শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন　　ঘ. দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন

৩. বাংলাদেশে বেকারত্বের শতকরা হার কত –

ক. ৩৯ ভাগ　　খ. ৩৬ ভাগ
গ. ৩৪ ভাগ　　ঘ. ৪০ ভাগ

পাঠ ৫ : বাংলাদেশে মানব সম্পদ উন্নয়ন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি

ভূমিকা

বাংলাদেশের সার্বিক আলোচনা করলে এটা স্পষ্টতই বুঝা যায় মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এর ক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য অবদান দেখা যায় না। কিন্তু মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই তিনটি বিষয়ের উপর উন্নত দেশগুলো সর্বাধিক জোর দিয়ে আজ এই অগ্রগতির শিখরে পৌঁছতে পেরেছে। অপরদিকে, অনুন্নত দেশগুলো তাদের দারিদ্র্য অবস্থা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, ফলে এই তিনটি বিষয়ের উপর এখনও সর্বাত্বক জোর দেয়ার সুযোগ তাদের সম্ভব হয়নি।

উদ্দেশ্য

- শিক্ষার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন এবং তাদের অধিকারবোধ সম্বন্ধে জাগ্রত করা যায়।
- এর মাধ্যমে একটি দেশ তার এই মৌলিক চাহিদাগুলোর সমস্যা ও সমাধান নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারে।

বিষয়বস্তু

শিক্ষা : শিক্ষার সঙ্গে মানব সম্পদ উন্নয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষিত ব্যক্তি তার আয় ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন থাকেন। জীবনকে পরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করেন। সন্তানের প্রয়োজন ও চাহিদা সম্পর্কে পরিবারের ব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজন পূরণের বিষয়ে শিক্ষিত ব্যক্তির অভিজ্ঞতা পরিবার পরিচালনার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এভাবে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। কারণ শিক্ষাই উন্নয়নের অনন্য চাবিকাঠি। যে জাতি যত শিক্ষিত হতে পেরেছে সে জাতি তত উন্নত হয়েছে। শিক্ষা ব্যতীত বর্তমান যান্ত্রিক যুগে উন্নয়নের কথা কল্পনাই করা যায় না। এটি জাতিকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরিত এবং তার নাগরিকদের সচেতন হিসাবে গড়ে তোলার অপরিহার্য মাধ্যম শিক্ষা। আধুনিক শিক্ষার প্রসার ও বিস্তারের মাধ্যমেই বাংলায় রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ ঘটে।

আমাদের দেশে জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন হওয়ার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতাকেই দায়ী করা হয়। পুরুষের চেয়ে মহিলারা অস্বাভাবিক হারে নিরক্ষর রয়েছে এবং নিরক্ষতার হার শহর থেকে গ্রামে বেশী। শিক্ষায় উদাসীনতা ও সফল ত্যাগের কারণে শিক্ষাগ্রহণ প্রবণতায় ক্রম-কমতি দেখা দেয়ায় আমাদের দেশে নিরক্ষতার হার প্রায় আগের মতোই রয়ে গেছে। নিরক্ষতার মতো অজ্ঞ মানুষের সংখ্যা বাংলাদেশে বেড়ে গেছে। সমাজ জীবনে বিরাজমান এ অজ্ঞতা নিরক্ষতার মতো উন্নয়নের প্রতিবন্ধক ও অনেক অসহনীয় অবস্থার জন্য দায়ী। যে কোন সমাজেই নিরক্ষতা ও অজ্ঞতা একদিকে উন্নয়ন ও প্রগতির প্রতিবন্ধক হিসেবে বিরাজ করে আবার অন্যদিকে সমাজ জীবনে বিভিন্ন অস্বস্তিকর সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন গবেষণায় লক্ষ করা গেছে যে, স্বাক্ষরতা জ্ঞান সম্পন্ন লোকেরা অধিক উৎপাদনক্ষম হয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক। অন্যদিকে নিরক্ষর লোকেরা কম উৎপাদন ক্ষমতার কারণে অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে কম অবদান রাখে। সোভিয়েত রাশিয়ার গবেষক স্টুমিসিন এক অনুসন্ধানে লক্ষ করেন যে, মাত্র এক বছরের শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত সাধারণ স্বাক্ষরতা শ্রমিকদের উৎপাদন ক্ষমতা গড়ে ৩০ শতাংশ বৃদ্ধি করে, অন্যদিকে সম্পূর্ণ নিরক্ষর লোক মেশিন চালকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় মাত্র ১২ থেকে শতাংশ। আমাদের হিসেবে গড়ে তুলতে

অন্তরায়-ই-নয় ; বরং তার সাথে সাথে উৎপাদনের আধুনিক প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হতে এবং ধ্যান ধারণা যোগ্যতা অর্জনে বাধা দেয়। তাছাড়া এখানে নিরক্ষতা ও অজ্ঞতার কারণে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে জনগণের সংশ্লিষ্টতা কম থেকে যাচ্ছে। আর সে জন্যই অর্থ্যাৎ জনগণকে উন্নয়ন কর্মসূচীতে সংশ্লিষ্ট তথা আর্থ-সামাজিক মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষাকে আধুনিকীকরণ ও নতুন প্রযুক্তির সাথে তাল রেখে অধিকতর জনমুখী ও সার্বজনীন করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংমিশ্রণে প্রয়োজনের সাথে সংগতি রেখে ঢেলে সাজাতে হবে। বয়স্ক শিক্ষা ও অপ্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের প্রত্যয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টি :

শিশু ও প্রসূতি মৃত্যু, চিকিৎসক ও চিকিৎসা সামগ্রীর অপ্রতুলতা আমাদের উন্নয়নের বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। স্বাস্থ্য বিষয়ক বহুমুখী পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি, মৃত্যু হার হ্রাস এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবায় জনগণকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করতে হবে যেন ন্যূনতম স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সকলেই অবহিত হোন। বিশুদ্ধ পানি পানের সুযোগ সৃষ্টি, পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের মাধ্যমে কার্যকরী চিকিৎসা দান জনগণের স্বাস্থ্য সেবার প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় স্বাস্থ্য সেবার কৌশল হিসেবে ২০০০ সাল নাগাদ সবার জন্য স্বাস্থ্য এর নীতিতে স্বাস্থ্য কর্মসূচীর ব্যবস্থা জোরদার করণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

ক. জনগণের স্বাস্থ্যমানের উন্নয়ন সাধন, বিশেষ করে মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচী গ্রহণ।
খ. প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার কর্মসূচীকে সমন্বিত করে ব্যাপকভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ এবং এর সমর্থক সেবাগুলোর গুণগত ও পরিমাণগত স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়ন।
গ. পারিবারিক কাঠামোতে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারণ ঘটিয়ে পারিবারিক কল্যাণ সাধন।
ঘ. প্রধান প্রধান সংক্রামক ব্যাধি এবং অসংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধ নিয়ন্ত্রণ এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ।
ঙ. জনসাধারণের পুষ্টির মান বৃদ্ধি করা বিশেষ করে শিশু ও মায়ের পুষ্টি সাধন।
চ. স্বাস্থ্যকর জনপদ গড়ে তুলতে ত্বরিৎ ব্যবস্থা করা এবং এর কাঙ্খিত ব্যবহার নিশ্চিত করা।
ছ. নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ পর্যাপ্ত উৎপাদন, সরবরাহ ও বন্টন বৃদ্ধি করা।
জ. স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ সুবিধা কাঙ্খিতমানে নিয়ে যাবার জন্য গবেষণা জোরদার করে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

এসব লক্ষ্য বাস্তব রূপদান করার জন্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী হাতে নেয়ায় পরিকল্পনা গৃহীত হয় :

প্রথমত : প্রসূতি মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ৭ হতে ৪.৫ হ্রাস।
দ্বিতীয়ত : শিশু মৃত্যুহার প্রতি হাজারে ১০০ হতে ৮০ হ্রাস।
তৃতীয়ত : গর্ভকালীন শিশুমৃত্যু প্রতি হাজারে ৮০ হতে ৬৫ হ্রাস।
চতুর্থত : প্রসূতি মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা ও প্রসবকালীন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা সেবাদানের ব্যবস্থা করণ।
পঞ্চমত : মৃত্যু প্রবণতা অসুস্থতা শৈশবকালীন অক্ষমতা টীকাদানের মাধ্যমে হ্রাসকরণ।

ষষ্ঠত : পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচীর মাধ্যমে উচ্চ অশোধিত জন্মহার হ্রাসকরণ।
সপ্তমত : প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার অংশ হিসেবে মা ও শিশুর পর্যাপ্ত ও ব্যাপকভিত্তিক সেবা দান।

উন্নত স্বাস্থ্য ও উন্নত জীবনমানের একটি বিশেষ নির্দেশ। শুধু চিকিৎসক ও চিকিৎসা সামগ্রী সম্প্রসারণ ঘটলেই হবেনা, বরং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা সৃষ্টি প্রয়োজন।

পুষ্টিজ্ঞান, খাদ্যাভ্যাস, পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও সংগ্রহ সর্বোপরি পরিকল্পিত পরিবার গঠন স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া নারী শিক্ষা বৃদ্ধি করে সন্তান প্রতিপালন, পারিবারিক চিকিৎসা এবং পরিবারের বিভিন্ন প্রকার সমস্যা মোকাবেলায় সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে গড়ে তোলা যেতে পারে। সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম ও জনসাধারণের মধ্যে বিস্তার ঘটিয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ। প্রতিটি পরিবারে পায়খানা স্থাপন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিধি যথাযথভাবে মেনে চলা স্বাস্থ্য উন্নয়নের উত্তম প্রক্রিয়া। এছাড়া গণদারিদ্র নিরসণ করে জনগণের আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে বিকশিত করার মাধ্যমে স্বাস্থ্যহীনতার মতো একটি বন্ধ্যাঙ্ক অতিক্রম করা সম্ভব। আর্থিক সংগতি সুষম খাদ্য ক্রয়ে সক্ষমতাদানের পাশাপাশি চিকিৎসার সুযোগ নিশ্চিত করে। সুতরাং জনগণের আর্থিক সামাজিক বিকাশ তথা দারিদ্র্য বিমোচন জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নয়নের একটি বিশেষ মাধ্যম।

অনুশীলনী

১. মানব সম্পদ উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সম্পর্কে আপনার অভিমত কি –
ক.
খ.
গ.
ঘ.

সারাংশ

প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিশাল জনগোষ্ঠী নিয়ে বাংলাদেশ ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়ছে ; মানব সম্পদ উন্নয়নের প্রতিযোগিতা থেকে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, দারিদ্রের প্রকৃতি ক্রমান্বয়ে জটিলতর হচ্ছে এবং এর সামাজিক প্রভাব বিভিন্ন দিক থেকে উদ্বেগজনক আকারে ধারণ করছে। মানব সম্পদ উন্নয়নে বাস্তবধর্মী ধ্যান ধারণার জন্য বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ হক এর মতে, অর্থনীতির সঠিক ক্ষেত্রে বিশেষ করে মানব সম্পদ উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করতে পারলে বাংলাদেশ আগামী ১০ বছরে এ অঞ্চলের মধ্যে টাইগার হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব তার বক্তব্যেই জানা যায়। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সম্ভাবনা বা ভাগ্য নির্ভর করছে শিল্পায়নের উপর। আর এটা করতে হলে শিক্ষাকে বিশেষ করে কারিগরি শিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

নিম্নের সঠিক উত্তরের পার্শ্বে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১. বাংলাদেশের শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কোন্ পদক্ষেপটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ –
   ক. কারিগরি শিক্ষা প্রবর্তন
   খ. শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের সর্বাধিক অনুদান
   গ. জনগণকে মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ
   ঘ. বর্তমান শিক্ষাকে চালু রাখা।

২. কোন্ বিষয়টির কারণে জনগণ স্বাস্থ্যহীনতায় ভূগছে –
   ক. সরকাররের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।
   খ. জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতন।
   গ. দারিদ্রের কারণে জনগণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে খেয়াল রাখে না।
   ঘ. সরকার ও জনগণের সার্বিক অসচেতনতাই এর জন্য দায়ী।